দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 15 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে

ত্রুটিপূর্ণ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে

মোঃ আবদুর রহিম ॥ সরকার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের কথা বলছে, অপরদিকে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বজায় রেখে শিক্ষাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অপরদিকে দেশের সামগ্রিক শিক্ষার শতকরা ৯০ ভাগ দায়-দায়িত্ব বেসরকারী শিক্ষকদের উপর রেখে সরকারী ও বেসরকরী শিক্ষা ক্ষেত্রে আকাশচুম্বি বৈষম্য বিদ্যমান রেখেছে যা মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাকে রাহুর মত গ্রাস করছে।

গতকাল (শনিবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ বলেন, শুধুমাত্র আর্থিক কারণে ১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল কাঠামোর নামে যে নীতি জারি করা হয়, তা শুধু অগ্রহণযোগ্যই নয় বরং অবাস্তব। অনুষ্ঠানে সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখিত তারিখের পূর্বে প্রত্যেক শাখার জন্য দেড়জন শিক্ষক রাখার বিধান ছিল কিন্তু জনবল কাঠামো জারির পর প্রতি ১১৯ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও মাত্র ১ জন শিক্ষকের অতিরিক্ত শিক্ষকের জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় সারাদেশে হাজার হাজার শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়ে পড়েছে। যে কারণে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ক্লাস রুটিন তৈরীতে প্রধান শিক্ষকগণ হিমশিম খাচ্ছেন। অধিকাংশ শিক্ষককে দৈনিক ৭টি ক্লাসের মধ্যে ৫/৬টি ক্লাস করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় একদিকে শিক্ষকদের ধৈর্যহারা হচ্ছেন অপরদিকে শ্রেণীকক্ষে সঠিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু জনবল কাঠামোই নয়, শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের ক্ষেত্রেও নতুন সৃষ্ট বৈষম্য বাধা হিসেবে কাজ করছে। সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ২৪০০ টাকা বেতন স্কেল ২৮০০ টাকায় উন্নীত করা হলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতন স্কেল অপরিবর্তিত রেখে অহেতুক নতুন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার ১৯৯৪ সাল থেকে একজন সিনিয়র শিক্ষক একটি টাইম স্কেল পাওয়ার পর তাদের স্কেল সহকারী প্রধান শিক্ষকদের সমান হয়ে গেছে এ ক্ষেত্রে সহকারী প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। উল্লেখ্য, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের টাইম স্কেল দেয়ার বিধান নেই।

অপরদিকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা ব্যবস্থা শেষের পাতার পর

ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ত্রুটির কারণে ম্যানেজিং কমিটিতে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ব্যাপক সমাবেশ ঘটছে। ফলে শিক্ষকদের মধ্যে দলীয়করণের প্রভাব পড়ছে। এ প্রভাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও প্রভাবিত করছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃংখল পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় সুষ্ঠু শিক্ষাদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় জনবল কাঠামো বাতিল, সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং ম্যানেজিং কমিটি গঠনে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমেই মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ সম্ভব বলে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ মত পোষণ করে আসছেন।